ঘরের দ্বন্দ্ব রাস্তায়, আটকে পড়লেন মহুয়া

এই সময়, কৃষ্ণনগর: রোড-শো-তে বিরোধ নদিয়ার চাপড়ায় আটকে পড়লেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। দলীয় কর্মীদের দ্বন্দ্বের জেরে আধ ঘণ্টার বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাঁকে। শুক্রবার সকালে চাপড়া থানার হাতিশালা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জিৎপা গ্রামে মহুয়ার প্রচার গাড়ির সামনে দলীয় পতাকা হাতে 'জেবের শেখ গো ব্যাক' বলে একদল কর্মী স্লোগান দিতে শুরু করেন। জেবেরকে প্রচার গাড়ি থেকে নামানোর দাবি নিয়ে দুই গোষ্ঠীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি সামলাতে মাইক হাতে মহুয়া নিজেই। সংবাদ মাধ্যমের কয়েকজন ছবি তুলতে শুরু করলে ভিডিয়ো তোলা বন্ধ করতেও বলেন তিনি। অভিযোগ, তৃণমূলের স্থানীয় এক নেতা অবশ্য বলেন, 'এটা কে ফেরাচ্ছে কে জানে না। তবে মহুয়া এরকম কিছু বলেননি।' সিপিএমের চাপড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক জাহাঙ্গির বিশ্বাস অবশ্য বলেন, 'ভোটের বাজারে ওদের ঘরের দ্বন্দ্ব রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখলাম। আমার সঙ্গে এলাকার ভোটাররাও দেখেছেন। প্রায় এক ঘণ্টা প্রচার গাড়ি আটকে গিয়েছিল। ওদের দলের কর্মীদের মধ্যে বচসা, হাতাহাতি হয়েছে। ছবি তুলতেও নিষেধ করতে শুনেছি।' চাপড়ার তৃণমূল বিধায়ক রুকবানুর রহমান বলেন, 'আসল ঘটনা হলো, দলে কর্মী-সমর্থক এখন অনেক বেড়েছে। অতি উৎসাহী কর্মীদের কেউ কেউ প্রার্থীর সঙ্গে গাড়িতে ওঠার দাবি জানিয়েছিলেন। সেই কর্মীদের আবদার সামলাতে মিনিট দশ-পনেরো প্রচার গাড়ি থামাতে হয়েছিল।'

ভোট FUSION

গত বিধানসভা ভোটে চাপড়ার তৃণমূল প্রার্থী রুকবানুর রহমানকে হারাতে জেবের শেখ নির্দলে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে মহুয়ার প্রচার গাড়িতে তোলায় ক্ষোভের মূল কারণ। এ ব্যাপারে মহুয়ার বক্তব্য জানা যায়নি। তবে দলের জেলা মুখপাত্র দেবাশিস রায় বলেন, 'জেবের এক সময় দল থেকে বহিষ্কৃত হলেও ওকে দলে ফেরানোর ব্যাপারে দলনেত্রীর গ্রিন সিগন্যাল মিলেছিল। দ্বন্দ্ব নয়, দলের অতি উৎসাহী কর্মী সমর্থকদের কেউ কেউ প্রার্থীর বেশি কাছে থাকতে চেয়ে আব্দার করার জন্য এমনটা হতে পারে।'

তৃণমূলের স্থানীয় বিধায়ক রুকবানুর রহমান এবং দলের ব্লক সভাপতি শুকদেব ব্রহ্মর অনুগামীদের সঙ্গে জেবের বা জেবের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে দূরত্ব এখনও যে কমেনি সেটাও এখনও বোঝা যায় চাপড়ায় পা রাখতেই। গত বিধানসভা ভোটের আগে এই জেবেরই দলের ব্লক সভাপতি ছিলেন। এ দিন তৃণমূলের এক জেলা নেতা বলেন, 'ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় মুখ্যমন্ত্রী নদিয়া সফরে এলে জেবেরকে দলে ফেরানোর নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। মহুয়া দলের নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রীর দায়িত্বে আসার পরে জেবেরকে দলে ফিরিয়ে নেন।' মহুয়া মৈত্র এদিন সকালের ভোট প্রচারের যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের অফিসিয়াল পেজে পোস্ট করেছেন, তাতে প্রচার গাড়িতে মহুয়ার ডান দিকে রয়েছেন জেবের শেখ। বাঁদিকে শুকদেব ব্রহ্ম।

গাছে পেরেক পুঁতে প্রচার! কমিশনে অভিযোগ

এই সময়, মেদিনীপুর: নির্বাচন এলেই প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। লোকসভা ভোটের প্রচারে এলাকায় নিজেদের অস্তিত্ব বোঝাতে চারিদিকে দলীয় পতাকা, ফেস্টুন লাগাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। পরিবেশের কথা না ভেবে গাছে পেরেক পুঁতে পতাকা-ফেস্টুন লাগানো হচ্ছে। গাছ বাঁচাতে এবার নির্বাচন কমিশনে দ্বারস্থ হলো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ই-মেল মারফত তারা অভিযোগ জানিয়েছে মহকুমা, জেলা, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন দপ্তরে। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল এলাকায়। তাঁদের দাবি, গাছে পেরেক না পুঁতে ঝান্ডা বাঁধা হোক দড়ি দিয়ে।

রাজনৈতিক দলের প্রচারে গাছে পেরেক মারা বন্ধ করতে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে দ্য ফ্রি থিঙ্কিং হিউম্যানিস্টস নামে একটি সংগঠন। সংগঠনের ঘাটাল শাখার অন্যতম সদস্য দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনের ই-মেল মারফত অভিযোগ জানিয়েছি। আমরা চাই নির্বাচনী প্রচার হোক, কিন্তু পরিবেশের কথাও মাথায় রাখা হোক। নির্বাচন কমিশন এবং রাজনৈতিক দলগুলি যাতে বিষয়টি দেখেন, সেই আবেদন করেছি। গাছে গাছে পেরেক পুঁতে কোনও দলের পতাকা বা হোর্ডিং লাগানোকে সমর্থন করি না।'

ঘাটাল ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দিলীপ মাজি বলেন, 'যে বা যারাই এই কাজ করে থাকুক, এটা সত্যিই বন্ধ হওয়া উচিত। আমাদের দলের কেউ যদি একাজ করে থাকেন, তাঁদেরও আবেদন করব, গাছে পেরেক যেন না পোঁতা হয়।'

বিজেপি নেতা তথা ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট বলেন, 'পরিবেশের কথা আমাদের সকলের মাথায় রাখা উচিত।'

অন্যের নামে দলিল? মার বিএলআরওকে

এই সময়, ভগবানগোলা: একজনের দখলে থাকা জমি অন্যদের নামে করে দেওয়ার অভিযোগে ধুন্ধুমার ভগবানগোলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। শুক্রবার দুপুরে সরকারি অফিসে ঢুকে চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে দরজায় তালা বন্ধ করে দেয় বিক্ষোভকারীরা। বিএলআরওকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ভগবানগোলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। যদিও বিএলআরওকে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিক্ষোভকারীরা।

জানা গিয়েছে, ভগবানগোলার বাহাদুরপুর এলাকার ভোলানাথ শেখ নামে এক ব্যক্তির দখলে প্রায় ১২ শতক জমি রয়েছে। সম্প্রতি ওই জমির রেকর্ড করে দেওয়া হয়েছে এলাকার অন্য তিনজনের নামে। বিক্ষোভকারী নাসিবা বিবি বলেন, 'আমাদের জমি ফেরত চাই। বিএলআরওর মদত ছাড়া এটা হতে পারে না।' বিক্ষোভকারী ইলিয়াস শেখ বলেন, 'এই জমি নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। দু'পক্ষকে আসল রেকর্ড দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কিন্তু তার আগেই বিএলআরও স্বরূপ ভট্টাচার্য কয়েক লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে দলিল জাল করে আমাদের জমি অন্যের নামে করে দিয়েছে।' বিএলআরও স্বরূপ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জমির বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন রয়েছে।'

গ্রেপ্তার ২ ভাই

এই সময়, শিলিগুড়ি: শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে ওই দু'জনকে বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম অভিজিৎ সিং এবং মৃণাল সিং। সম্পর্কে তারা দুই ভাই। গত বুধবার শিলিগুড়ির আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় গভীর রাত পর্যন্ত ডিজে বাজিয়ে অনুষ্ঠান চলায় প্রতিবাদ জানান অভিজিৎ সরকার নামে এক শিক্ষক। সেই সময়ে অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে কয়েক জন যুবক এসে ওই শিক্ষককে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ।

মিটিং থেকে বেরিয়ে পড়ে গেলেন সাবিত্রী

এই সময়, মালদা: জেলার নেতা, কর্মীদের সঙ্গে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক সবে শেষ হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে মালদার একটি রিসর্টের মিটিং হল থেকে বেরিয়ে অভিষেক সবে সাংবাদিকদের সামনে কথা বলা শুরু করেছেন। কিছুটা পিছনে সিকিউরিটি ব্যারিকেডের ভিতরে জেলার নেতারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হঠাৎই গেলো, গেলো চিৎকার। কর্মীদের ছোটাছুটি। কার কী হয়েছে তখনও বোঝা যাচ্ছে না। পরে জানা যায়, র‍্যাম্পের ঢাল দিয়ে নামতে গিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী, মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র পড়ে গিয়েছেন। মাথায় জল ঢেলে তাঁর যখন প্রাথমিক শুশ্রূষা চলছে তখন ওই একই জায়গায় পড়ে যান মালদা উত্তর কেন্দ্রের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে প্রাক্তন পুলিশকর্তা বডি ফিটনেসের দৌলতে নিজেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। এদিকে প্রাথমিক শুশ্রূষার পরে অভিষেক বেরিয়ে যেতেই সাবিত্রীকে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে যান জেলার নেতারা। সেখানে পরীক্ষার পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সাবিত্রী মিত্র কেন পড়ে গেলেন? কেউ বলছেন, সাবিত্রী মিত্রের বয়স হয়েছে, শারীরিক বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। খালি পেটে দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের জেরে বাইরে গরমের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছেন। কেউ আবার বলছেন, বাইরে বেরোনোর সিঁড়ির পাশেই ঢালু র‍্যাম্প। একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে সেই ঢালে পা পিছলে টাল সামলাতে পারেননি তিনি। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চিকিৎসক জানিয়েছেন তেমন দুশ্চিন্তার কিছু নেই একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। হোটেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে র‍্যাম্পের এলাকাটা ব্যারিকেড করাই থাকে কিন্তু নিরাপত্তা কর্মীরা সেগুলো সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বাজারে ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত দেহ

এই সময়, কোচবিহার: বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে ঝামেলায় স্ত্রীর প্রেমিককে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের মারুগঞ্জ বাজারের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতের নাম সজল সাহা (৩৫)। জেলার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, খুনের পিছনে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক থাকতে পারে।'

উত্তর মরাডাঙা গ্রামে বাড়ি হলেও শিলিগুড়িতে থাকত অভিযুক্ত আনন্দ আচার্য। সেই সূত্রেই তার বাড়িতে যাতায়াত ছিল সজলের। আনন্দের স্ত্রীর সঙ্গে তিনি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ। কয়েক মাস আগে তা জানতে পারার পর থেকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আনন্দের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সাংসারিক বিবাদ তুঙ্গে ওঠে। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতেই গ্রামের বাড়ি ফিরেছিল আনন্দ। বাজারে সজল মুদির দোকান বন্ধ করার সময় তাঁর উপর পিছন থেকে হামলা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ আসার আগেই পালিয়ে যায় অভিযুক্ত।

অ্যাটেন্ডেন্স কম, পরীক্ষায় বসতে না পেরে অবস্থানে

মেসেজে ক্লাস করতে ডাকায় সমস্যা, দাবি দৃষ্টিহীনের

এই সময়, শান্তিনিকেতন: পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ার অভিযোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থানে বসলেন বিশ্বভারতীর দুই পড়ুয়া। তাঁদের মধ্যে একজন দৃষ্টিহীন ছাত্র। অন্য জন ওড়িশার ছাত্রী। ক্লাসে প্রয়োজনীয় দিন উপস্থিতি নেই বলে তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি। যদিও দুই পড়ুয়ার দাবি, তাঁদের ৬০ শতাংশের বেশি উপস্থিতি আছে। অবস্থা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গড়েছে বিশ্বভারতী।

বিশ্বভারতীর শিক্ষাবিভাগের এমএড প্রথম সেমেস্টারের ছাত্র সৌরভ পান ও ছাত্রী মৌসুমি পাত্র। হুগলির বাসিন্দা সৌরভ দৃষ্টিহীন। বিশ্বভারতীর বিনয় ভবন ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করেন তিনি। ওড়িশার বাসিন্দা মৌসুমিও বিনয় ভবন ছাত্রীনিবাসে থাকেন। ২০ মার্চ থেকে প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ৮ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। অভিযোগ, দুই পড়ুয়াকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই এ দিন তীব্র গরম উপেক্ষা করেই হাতে পোস্টার নিয়ে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের গেটের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেছেন দুই পড়ুয়া। তাঁরা জানান, বিশ্বভারতী উপস্থিতির কারণ দেখিয়ে পরীক্ষায় বসতে দেয়নি। এ নিয়ে লিখিত অভিযোগ করলে তদন্ত কমিটিও গঠন করেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি। টেকনিক্যাল ভুলের কারণেই এই বিভ্রাট বলে দাবি তাঁদের।

বিশ্বভারতী

দৃষ্টিহীন পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস ব্যবহার করার অসুবিধে থাকে। সৌরভ জানিয়েছেন, অধ্যাপক হঠাৎ এক ঘণ্টা আগে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করেন ক্লাসে এসো। দৃষ্টিহীন পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে সময়মতো সেই মেসেজ ফলো করা সম্ভব হয় না। ফলে ক্লাস করার ইচ্ছে থাকলেও সেই অসুবিধেয় অনেক ক্লাস মিস হয়। সৌরভের দাবি, তিনি এমনই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বারবার। এই নিয়ে ভবন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি।

সৌরভ বলেন, 'আমাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে না উপস্থিতি না থাকার কারণ দেখিয়ে। কিন্তু, আমরা চ্যালেঞ্জ করেছি, আমাদের উপস্থিতি নেই সেটা দেখান। আমি জোর গলায় বলছি আমাদের ৬০ শতাংশের বেশি উপস্থিতি আছে।'

ছাত্রী মৌসুমি পাত্র বলেন, 'গত মাসের ১৮ তারিখ প্রথম মিটিংয়ে আমি পরীক্ষায় বসার জন্য যে উপস্থিতি দরকার ছিল, তা পেয়েছিলাম। কিন্তু স্পেশাল ক্লাসের হিসাবকে যুক্ত করে নতুন করে টেকনিক্যাল ক্যালকুলেশন করে আমাকে আটকে দেওয়া হয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানিয়েছি। কোনও কাজ না হওয়ায় অবস্থানে বসতে বাধ্য হয়েছি। এখনও পর্যন্ত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কোনও উত্তর দিচ্ছে না। এভাবে আমাদের এক বছর নষ্ট হয়ে যাবে। ওদের টেকনিক্যাল ভুলের জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে না।'

এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে চাননি বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ।

গুরুত্ব পায়নি মেয়ের স্বপ্ন!

ফুটবল খেলতে চায় ছাত্রী, বিয়ে ভাঙল কন্যাশ্রীর সৌজন্যে

গৌতম ধোনি ■ কৃষ্ণনগর

পায়ে বল নিয়ে ড্রিবল করতে চায় সেই মেয়ে। অথচ পরিবার চেয়েছিল পায়ে বিয়ের বেড়ি পরাতে। তাই স্কুল ছাড়িয়ে বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল। অভিভাবকরা কোনও কথা কানে তুলতে চাননি। এখানেই আরও একবার সুফল মিলল কন্যাশ্রী ক্লাবের। শেষ পর্যন্ত রোখা গিয়েছে ফুটবলের স্বপ্নে ভাসা নাবালিকা সেই কন্যার বিয়ে। শান্তিপুর সূত্রাগড় গার্লস হাইস্কুলের ঘটনা।

বছর তিনেক ধরে স্কুলের ফুটবল টিমে খেলছে ওই ছাত্রী। গত বছর আড়ংঘাটা সাব ডিভিশনে স্কুল ফুটবলে অংশও নিয়েছিল সে। সুযোগ পেয়েছিল জোনালে খেলার। তবে অসুস্থতার কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। স্ট্রাইকার পজিশনে খেলা মেয়েটি গত কয়েক বছর ধরে স্পোর্টসে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে। সেই সঙ্গে পড়াশোনা নিয়েও আগ্রহী সে। এমন ফুটবল-অন্ত-প্রাণ সতেরো বছরের মেয়ের স্বপ্নকে গুরুত্ব না দিয়ে জোর করে বিয়ে ঠিক করেছিল পরিবার। তার আপত্তিকে কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। বিয়ে ঠিক হওয়ার খবর কন্যাশ্রী ক্লাবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন প্রধান শিক্ষিকা। সঙ্গে সঙ্গে নোডাল টিচার-সহ দু'জনকে নিয়ে তিনি থানায় ছুটে যান। সেখান থেকে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা ওই ছাত্রীর বাড়িতে পৌঁছন। ছাত্রীর বাবা-মা প্রথমে বিয়ে ঠিক করার কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষিকা বোঝাতে শুরু করেন যে, নাবালিকার বিয়ে দেওয়া বেআইনি। ছাত্রীর বাবা অবশেষে স্বীকার করেন যে, মেয়ের বিয়ের জন্য আত্মীয়-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করাও শুরু করেছিলেন তিনি। সামান্য আশার আলো দেখতে পেয়ে মুখ ফুটে বছর সতেরোর সেই ছাত্রীর। জানিয়ে দেয়, জোর করে বিয়ে ঠিক করা হয়েছে তার। মোটেই বিয়ে করতে চায় না সে। বরং আরও পড়াশোনা করতে চায়। তার চেয়েও বেশি চায় ফুটবল খেলতে। এই জোরালো দাবি এবার আর ধমক দিয়েও থামাতে পারেননি অভিভাবক। তার উপর প্রধান শিক্ষিকার বারবার বোঝানোতে শেষমেষ কাজ হয়। শেষপর্যন্ত, রাতে থানায় গিয়ে মুচলেকা দিয়েছে পরিবার যে, বিয়ের বয়স না হওয়া পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দেবেন না তাঁরা। শান্তিপুর সূত্রাগড় গার্লস হাইস্কুলের (উচ্চ মাধ্যমিক) প্রধান শিক্ষিকা আইভি প্রামাণিক বলেন, 'কন্যাশ্রী ক্লাব আছে আমাদের স্কুলে। কোনও নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ে যাতে না হয়, সে খবর রাখছিল ক্লাবের মেয়েরা। সেখান থেকেই খবর পাই, আমাদের স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর বিয়ে আগামী ২২ এপ্রিল। বৃহস্পতিবার বিকেলে শান্তিপুর থানায় ঘটনা জানাই। তখনই ৪ জন পুলিশকর্মীকে আমাদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। আমরা সোজা চলে গিয়েছিলাম ওই ছাত্রীর বাড়িতে। ছাত্রীটির বাবা রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে। পরিবার অভাবী। প্রথমে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা স্বীকার করতে চাননি বাবা। কিন্তু পরে আমরা আইনি বিষয়টি বোঝালে শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করেন।'কন্যাশ্রী ক্লাবের সৌজন্যে বিয়ে ভেঙে ফের একবার ফুটবলের স্বপ্নে মশগুল থাকতে পারছে শান্তিপুরের এক কন্যাশ্রী। বিদ্যালয়ের গেম টিচার মুনমুন সাহা বলেন, বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়ায় দৌড়, হাই জাম্প, লঙ জাম্পে ওর ভালো ফল আছে। স্কুল ফুটবলেও ভালো খেলেছে।' এবার উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছে।'

CHANGE OF NAME

আমি Samim Banu wife of Shah Alam Nuzmal Abid (Daughter of Abdus Sattar) গত 01/04/2024 তারিখে Metropolitan Magistrate, Calcutta কোর্টের affidavit বলে Samim Banu and Samim Banu Abid একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

আমি Shah Alam Nuzmal Abid son of Fahimuddin Ahmed গত 01/04/2024 তারিখে Metropolitan Magistrate, Calcutta কোর্টের এফিডেভিট বলে Shah Alam Nuzmal Abid and S. A. Nuzmal Abid একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

বিজ্ঞপ্তি

আমি রুচিরা সেনগুপ্ত, ঠিকানা ৫৮ নং হসপিটাল লিঙ্ক রোড, ইস্টার্নপার্ক, কলি-৭৫, আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা ৬৮বি, হসপিটাল লিঙ্ক রোড, ইস্টার্নপার্ক, কলি-৭৫, খুকু সেনগুপ্তের দলিল, DSR-III Alipore Deed No. 02086/2008 হারিয়ে ফেলেছি। এই মর্মে আমি ২৭/৯/২০২২ তারিখে সার্ভেপার্ক পুলিশ স্টেশনে জিডি নং 1716 দায়ের করেছি। কোন সহৃদয় ব্যক্তি এটি খুঁজে পেলে অনুগ্রহপূর্বক এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে ৯০০৭০৩৯২৪৯ মোবাইল নং এ যোগাযোগ করবেন।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মোকাম আলিপুরের চতুর্দশ অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা আদালত
ম্যাট সুট নম্বর – ২১৫৬/২০২২

কনিকা মণ্ডল পাত্র, স্বামী – দীপঙ্কর পাত্র, পিতা– উমাপদ মণ্ডল, সাং ও পোস্ট – উত্তরডাঙা, থানা– গোসাবা, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড – ৭৪৩৩৭০ ... বাদিনী

– বনাম –

দীপঙ্কর পাত্র, পিতা–অরবিন্দ পাত্র, সাং– বাগবাগান, পোস্ট–উত্তর ডাঙা, থানা– গোসাবা, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড–৭৪৩৩৭০ ... বিবাদী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে অত্র বাদিনী উপরোক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে উপরোক্ত আদালতে, ম্যাট সুট নম্বর–২১৫৬/২০২২ ডিভোর্সের মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন।

ইহাতে বিবাদী/আপনার কোনো আপত্তি থাকলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং বা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবু দ্বারা লিখিত আপত্তি জানাইবে, অন্যথায় মামলাটির একতরফা শুনানী হইবে।

আদেশানুসারে সুপ্রিয় ব্যানার্জী, সেরেস্তাদার চতুর্দশ অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা আদালত দক্ষিণ ২৪ পরগণা

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্সেস
আনসারি নগর, নয়া দিল্লি- ১১০৬০৮
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬/২০২৪

নং এফ.এআইআইএমএস/এক্সাম.সেক/৪-১২/(আইএনআই-এসএস-জুলাই-২৪)/২০২৪ — তারিখ: ২৬ মার্চ, ২০২৪

জুলাই- ২০২৪ সেশনের জন্য এআইআইএমএস, পিজিআইএমইআর, এনআইএমএইচএএনএস, এসসিটিআইএমএসটি এবং জেআইপিএমইআর-এর জন্য ডিএম/এম.সিএইচ ও এমডি (হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কোর্সে ভর্তির আইএনআই-এসএস প্রবেশিকা পরীক্ষা

জুলাই-২০২৪ সেশনের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্সেস, নয়া দিল্লি নিম্নলিখিত কোর্সের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অনলাইন আবেদনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে: এআইআইএমএস নয়া দিল্লি এবং অন্যান্য এআইআইএমএস, পিজিআইএমইআর, এনআইএমএইচএএনএস, জেআইপিএমইআর এবং এসসিটিআইএমএসটি-এর জন্য পোস্ট-ডক্টরাল [ডিএম/এম.সিএইচ.(৩ বছর)/এমডি (হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)।

আবেদনের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন

কোর্সসমূহ	প্রতিষ্ঠান	আরম্ভ	শেষ
ডিএম/এম.সিএইচ.(৩ বছর)/ এবং এমডি (হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)	এআইআইএমএস- নয়া দিল্লি এবং অন্যান্য এআইআইএমএস, পিজিআইএমইআর, এনআইএমএইচএএনএস, জেআইপিএমইআর এবং এসসিটিআইএমএসটি	২৭.০৩.২০২৪	১০.০৪.২০২৪ বিকেল ৫:০০টায়

গুরুত্বপূর্ণ: প্রসপেক্টাস, বিস্তারিত তথ্য ইত্যাদির জন্য অনুগ্রহ করে www.aiimsexams.ac.in ওয়েবসাইটে যান। সকল আবেদনকারীদের নিয়মিত ওয়েবসাইট লক্ষ্য করতে হবে কারণ পরবর্তী সমস্ত সংশোধনী/সংযোজন/আপডেটগুলি শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

CBC 17112/12/0002/2425 — অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার (এক্সামস)

ফর্ম এ
জনগণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা
[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার (ইনসলভেন্সি রেজলুশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-র ৬নং বিধি-র অধীনে]
রিভারব্যাঙ্ক ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল M/S CALCUTTA RESCUE একটি বেসরকারি জনহিতকর সংস্থা একটি সোসাইটি যা পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন, ১৯৬১ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি সোসাইটি যার নিবন্ধিত অফিস রয়েছে ৩০ ঈশ্বর মিল লেন, কলকাতা-৭০০০০৬, [illegible]

Chitra Bhanu Gupta, Advocate
Room No. 26, Law Chamber
12/1 Hare Street, Kolkata–700001
Near Bankshal Court
Mobile No. 9836131173

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ডিম্যান্ড নোটিস
জোনাল অফিস : মেদিনীপুর
স্টেশন রোড, পুরনো জলের ট্যাঙ্কের বিপরীতে, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১ ১০১

[illegible]

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : মেদিনীপুর
স্টেশন রোড, পুরনো জলের ট্যাঙ্কের বিপরীতে, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১ ১০১

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য সেল নোটিস

[illegible]

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : তারিখ : ২২.০৪.২০২৪, সময় : বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৫টা

[illegible]